দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN. 31 2002

বাংলা একাডেমী- ৫০ বছর পর একই ধরনের হামলা!

মুনতাসীর মামুন ॥ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বাংলা একাডেমীর সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর মতো বিদগ্ধ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত, শিক্ষক বাংলা একাডেমীর সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন; এটি নিশ্চয় একটি খবর। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, কেন তিনি পদত্যাগ করলেন? তিনি পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। সরকারের হিংস্র থাবার মুখে পদত্যাগ করে তিনি বাংলা একাডেমীর, আমাদের সম্মান রক্ষা করেছেন। তিনি এই পদত্যাগ না করলে মনে হতো বাংলাদেশের লেখক, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, শিক্ষকরা বোধহয় 'প্রতিবাদ' বা 'প্রতিরোধ' শব্দটিই বিস্মৃত হয়েছেন।

অল্প কথা

বাংলা একাডেমীর বইমেলা জাতীয় উৎসব, যেমন বৈশাখী মেলা। এর আগে পাকিস্তানপন্থী খতিব বৈশাখী মেলাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারই সূত্র ধরে সরকার বাংলা একাডেমীতে আক্রমণ চালিয়েছে। এর আগে, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বাংলা একাডেমীতে অভিযান চালিয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে, মেলা উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, তাঁর আগে কোন সরকারপ্রধান মেলা (১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

বাংলা একাডেমী

(প্রথম পাতার পর) উদ্বোধন করতে চাননি। সে ঘটনার সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা মেলার উদ্বোধন করেছেন। বিরোধীরা তাও প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে। ফলে মেলা নিয়ে শুরু হয়েছে এক ধরনের রাজনীতি। এর কোনটিই কাম্য নয় এবং কাম্য ছিলও না। তবে সেসব সময়েও মেলা উদ্বোধনে স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন মহাপরিচালক, সভাপতিত্ব করেছেন একাডেমীর সভাপতি। এবার দু'জনকেই বাদ দেয়া হয়েছে। শৌচাগার থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ দখল করার যে মানসিকতা দেখিয়েছে জোট সরকার, তারই ধারাবাহিকতায় বাংলা একাডেমীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও দখল করা হলো। এ হীনন্মন্যতা, অসংকৃত আচরণের নিন্দা জানাবার ভাষা নেই।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় লেখা পদত্যাগপত্রে জানিয়েছেন, "উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে একাডেমীর সভাপতিই সভাপতিত্ব করবেন, এমন কোন আইন নেই। তবে দীর্ঘকাল ধরেই একাডেমীর সভাপতির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার বিষয়টি একটি প্রচলনে পরিণত হয়েছে। উক্ত প্রচলনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে একটি অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বাংলা একাডেমীর সভাপতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে আমি মনে করি। এই অবস্থায় আমার পক্ষে আর ওই পদ অধিকার করে থাকা সঙ্গত নয়।" তিনি আরও জানিয়েছেন, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অনুষ্ঠানে তাঁকে "সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই পত্র প্রত্যাহার না করে অথবা কোন কারণ না দেখিয়ে সরকারী নির্দেশে প্রণীত বর্তমান কর্মসূচীতে একাডেমীর সভাপতির কোন ভূমিকা রাখা হয়নি। তাও আমি জানতে পারলাম আজ অপরাহ্নে, বাংলা একাডেমীর সদস্যরূপে-সভাপতিরূপে নয়, আমার কাছে প্রেরিত আমন্ত্রণপত্র পেয়ে।" এখানে পরিষ্কার যে, বাংলা একাডেমীর কাউন্সিলকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, যারা অনুষ্ঠানসূচী চূড়ান্ত করেন। অর্থাৎ বাংলা একাডেমীর স্বায়ত্তশাসন লুপ্ত হলো। এটি এখন সরকারী একটি দফতর। পুলিশের আইজিকেও এখন এই দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। কারণ সরকারের একটি এজেন্ডা হলো সংস্কৃতিসেবীদের নাজেহাল করা। এর আগেও জাদুঘর, শিল্পকলা একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে এমনটি ঘটেছে। নিঃশব্দে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানই প্রতিবাদ করলেন। সে জন্য তিনি বাংলা একাডেমীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদার্হ।

বাংলা একাডেমী কোন দলীয় প্রতিষ্ঠান নয়। একাডেমী স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতির প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠানটি পরিচিত হয়ে আসছে। এর সদস্য, ফেলোরা নানা মতবাদে বিশ্বাসী এবং বাংলা একাডেমীর সব অনুষ্ঠানে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবেই তাঁরা যোগ দেন। এবং আজ পর্যন্ত কোন সরকার এত নোংরাভাবে, এত নগ্নভাবে এখানে হস্তক্ষেপ করেনি। এই আঘাত বাংলা ভাষা, সংস্কৃতির ওপর আঘাত। এই আঘাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষেরই কর্তব্য।

বাংলা একাডেমীর স্বায়ত্তশাসন লুপ্ত করে এটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার মধ্যে সরকারের যে একটি উদ্দেশ্য নেই, তা নয়। এ সরকার যে তালেবানী সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট এটি তার একটি প্রমাণ। জোট সরকারের রূপকার যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম 'ইউরো-বাংলা' নামে এক সাপ্তাহিকে তালেবানদের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করেছেন। জোট সরকারের দুই যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রীও বিভিন্ন সময় তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে তালেবানদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি গোপন করেননি।

জোট সরকারের অংশীদার আমিনী তো 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান' স্লোগানে বিশ্বাসী। মুক্তিযুদ্ধ যাঁরা করেছিল তাঁরা গাদ্দার-এই বক্তৃতা প্রদানকারী খতিব বৈশাখী মেলা নিষিদ্ধ ঘোষণার পরও এই সরকার মৌন থেকেছে। অর্থাৎ তার ফতোয়া সমর্থন করেছে। জামায়াতরা যেহেতু বাংলা একাডেমী বা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের পছন্দ করে না, সে জন্য বেগম জিয়াও এই পদক্ষেপ নিলেন। এর উদাহরণ ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর আলবদর কর্তৃক সারা দেশে অসংখ্য বুদ্ধিজীবী হত্যা। উল্লেখ্য, আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন নিজামী ও এর একজন নেতা ছিলেন মুজাহিদ। তালেবান সংস্কৃতিতে দেশীয় সংস্কৃতির কোন স্থান নেই, বুদ্ধিজীবীদের কোন স্থান নেই। এখানে তাদেরই স্থান আছে, যারা সরকারের সার্কুলারে বিশ্বাসী।

এর প্রমাণ পাঠ্যবইয়ে যেখানে যেখানে আলবদর শব্দটি বা তাদের দ্বারা বুদ্ধিজীবী হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তা বাদ দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাস বদলে দেয়া হয়েছে। একই কারণে ১ ফেব্রুয়ারির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কাঠামোও বদলে ফেলা হয়েছে।

"সূত্র মতে, এ বছরের একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এগুলো হলো- এক. এই প্রথমবারের মতো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে সভাপতিত্ব করছেন সংস্কৃতিমন্ত্রী। দুই. ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি বিবেচনায় না এনে কার্ডের ওপর লেখা হয়েছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। তিন. শহীদদের স্মরণে নীরবতা পালনের পাশাপাশি ইসলামী শরিয়া মতে দোয়ার ব্যবস্থা এবং চার. অন্যান্য ধর্মের জনগণের ধর্মীয় চেতনার কথা চিন্তা না করে এই প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অথচ প্রতি বছর বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকেই পাঠ করা হতো।" (ভোরের কাগজ, ৩০-১-২০০২)

এবার বাংলা একাডেমী বইমেলা সরব হওয়ার আশা এমনিতেই কম। তার ওপর এ ধরনের একটি কাণ্ড করে সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল সরকার। অথচ সংস্কৃতিসেবীরাই এর প্রাণ। এর আগেও বেগম জিয়া যখন বাংলা একাডেমী এসেছিলেন তখন প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা হয়েছিল এবং এর কিছুদিন পরই তাঁকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়েছিল। এবারও তিনি উদ্বোধন করতে আসার আগে এমনটি ঘটল। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বা সচিবের নাম এক হাজার লোকও জানে কীনা সন্দেহ। অথচ অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সঙ্গে বিদেশী কোন পণ্ডিতও কথা বলার সুযোগ পেলে বর্তে যান। মন্ত্রী ও সচিব বোধহয় অধ্যাপক জামান ও তাদের পিএসদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারেননি। সেটি স্বাভাবিক। মূর্খতা, অন্ধতা যেখানে প্রধান্য বিস্তার করে থাকে, সেখানে এরচেয়ে বেশি আশা করাও উচিত নয়। দুঃখ, এ হিংস্র থাবা বইমেলা আক্রমণ করার ফলে, বইমেলা জমার আশা আরও হ্রাস পেল।

আগেই উল্লেখ করেছি, বাংলা একাডেমী সবার, বিএনপি বা আওয়ামী লীগের নয়। বিএনপির বোধহয় ধারণা, বাংলা একাডেমী আওয়ামী লীগের। সে জন্য এক ধরনের প্রতিহিংসাও কাজ করেছে এর পিছে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাংলা একাডেমীর মেলা উদ্বোধন করা যাবে, অনেক সংস্কৃতিকর্মী, লেখকদের বইমেলায় অপমান করা যাবে, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে হটিয়ে অচেনা এক মন্ত্রী তাঁর চেয়ার দখল করতে পারেন (উল্লেখ্য, আগের বিএনপির সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আহানারা বেগম কখনও এ ধরনের অসংকৃত প্রতিহিংসামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেননি) কিন্তু, তাতে মেলার জৌলুশ ফিরবে না। সেখানে কবরের নিস্তব্ধতাই বিরাজ করবে। ২১ ফেব্রুয়ারির পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকাই ছিল শ্রেয়।

আবারও বাংলা একাডেমীর সদস্য, ফেলোদের সরকারের এই অসংকৃত, তালেবানী আচরণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান জানাব। এবং বলব, বাংলা একাডেমী, বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করে কোন শাসকই টিকে থাকতে পারেননি, নিজের পতন ত্বরান্বিত করা ছাড়া। ৫০ বছর আগে পাকিরা এ ধরনের হস্তক্ষেপ করেছিল দেখেই ২১ ফেব্রুয়ারির সৃষ্টি। আর ৫০ বছর পর আবারও একই ধরনের হস্তক্ষেপ হলো। এখন শুধু ফলাফলের অপেক্ষা।